Vol. 24 | No. 1 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে প্যারডি

Volume	24
Issue	1
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	December 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v24i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i1.7
Pages	227-231
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে প্যারডি ।। চিত্তরঞ্জন লাহা এম. এ., পিএইচ. ডি., ডি. লিট। প্রকাশক : আশুতোষ মণ্ডল, মণ্ডল বুক স্টোর্স, রাঁচি, বিহার। প্রচ্ছদ : অমূল্যকুমার দাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৪। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

'বাংলা সাহিত্যে প্যারডি' গ্রন্থখানা নানা কারণে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রচিয়তা সংস্কৃত শব্দ 'লালিকা' গ্রহণ না করে প্যারডি ব্যবহারের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কারণ অর্থ উদ্ধার প্রচেষ্টা হয়ত কোনও রসিক মনে প্যারডি রচনার প্রেরণা যোগাতো। ড: লাহা বাংলার বাইরে উড়িষ্যায় প্রবাসী বাঙালী। তাঁর 'ধলভূমের লোকগীতি' (প্রথম খণ্ড : বাঁদনা), পাঠ করে আমি তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি জিজ্ঞাসু রসিক মনের পরিচয় পাই। বর্তমান গ্রন্থ আমার পরিচিতিকে দৃঢ়পিনদ্ধ করেছে। ভূমিকা রচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গ্রন্থ খানার গুরুত্ব উল্লেখ করে লিখেছেন, 'এ-যেন ক্ষণিকের মনোরঞ্জনের ব্যাপার, দু-চার মুহূর্তের জন্য কৌতুকের বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করে মিলিয়ে যাওয়াই এর স্বভাব-ধর্ম—যাঁরা সদা-সর্বদা গভীর ব্যাপারে ব্যস্ত, তাঁদের দৃষ্টি প্যারডির মধ্যে শুধু হাল্কাভাব ও গভীরতাহীন রঙ্গ-কৌতুক, কোথাও বা বিষাক্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লক্ষ্য করে। তাঁদের অনেকেরই এ ছেলে খেলায় যোগ দেবার মত অবসরও ছিলনা, প্রবণতাও ছিলনা।' অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য সম্পর্কে কারও দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। তবুও ড: চিত্তরঞ্জন লাহা এ ছেলেখেলাকে যখন জীবনসাধনার ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন তখন অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'লেখক এই দুষ্কর কর্ম সমাধা করে বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অভাব মোচন করেছেন, এ জন্য তাঁকে বাঙালী পাঠকের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।'

প্যারডি পরাশ্রয়ী সৃষ্টি। ছুচুন্দরীবধ কাব্য আজও জগদ্বন্ধুকে মধুসূদনকে আশ্রয় করে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল প্রথম শ্রেণী কবিকেই কোন না কোনও প্যারডিকার আশ্রয় করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত দুর্ধর্ষ সমালোচক ও প্যারডিকার সজনীকান্ত দাসও লিখেছেন :

> "কখনো বা নমস্যদের করেছি অনুকরণ
> ভেতরে নাই বস্তু কিছু, বাইরে তাঁদের ধরণ"
> (কৈফিয়ৎ / অঙ্গুষ্ঠ)

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিখ্যাত কবিতা উর্বশীর প্যারডিকার সজনীকান্ত দাস। কবিতাটির নাম 'শীতলা'। প্রথম দু'টি চরণ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা :

> "নহ দুর্গা, নহ কালী, পুরাণেতে বিশ্রুত কাহিনী
> হে শীতলা গর্দভ বাহিনী।"

সজনীকান্তের আগেও রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় সর্বাধিক উপহার পেয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের :

"কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয়রে দুর্বা কোমল।"

নলিনীকান্ত সরকার মূল গ্রীক তান "Para-ode=counter Song" রচনা করেছেন :

"কোন দেশেতে 'তরুলতা' সকল দেশের চাইতে প্রবল
কোন দেশেতে গেলেই খেতে হয় জাত সাপের ছোবল,"

গ্রন্থখানা সর্বমোট চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। সংস্কৃত প্যারডি থেকে শুরু করেছেন। সেখানে চণ্ডী-স্তোত্র, জয়দেবের শ্লোক প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে। সজনীকান্ত বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতও বাদ দেননি। এ প্যারডিগুলি পরাশ্রিত হলেও প্যারডি-কারের উপস্থিত বুদ্ধি, ধীশক্তি ও শাণিত প্রতিভার পরিচয় বহণ করে। বন্দে মাতরমের শেষ তিনটি চরণ :

"কলমে তুমি মা শক্তি.
লিখে যাই পংক্তি পংক্তি
গড়ি তব হাঁড়িকাঠ মন্দিরে মন্দিরে।"

সজনীকান্তের শনিবারের চিঠির বিশেষ কবিতা সংখ্যায় 'মাইকেলবধ কাব্য' প্রকাশের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। যদিও কবিও কলমের খোঁচার বাইরে ছিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিম ও মধুসূদন স্থান পেয়েছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এসেছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। এর প্রাচীন প্যারডিকার যোগেন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, বঙ্কিম সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার সকলেই যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। নাট্যকার ও নট অমৃতলাল বসুও একজন সার্থক প্যারডিকার ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে সঙ্গীত রচয়িতা হয়েও তাঁর রচিত 'কৃষ্ণ রাধিকা' সংবাদ অক্ষয় সরকারের প্যারডিকেও উত্তীর্ণ করে গেছে। শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

কৃষ্ণ বলে 'এমন বর্ণ দেখিনিত কভু'
আর রাধা বলে
'হাঁ আজ সাবান মাখিনি তবু
নইলে আরও শাদা।'

দাদা ঠাকুর নামে পরিচিত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত কৃষ্ণের উনপঞ্চাশৎ নাম শুনিয়েছেন। তাঁর 'ভোটামৃত' আজও অনেকে স্মরণে রেখেছে :

'ফল হবেই হবে।
একটা ফল তো হবেই হবে,
(সদ্য ফল, নয় ডাউন ফল—একটা ফল তো হবেই হবে)
গাছেতে রয়েছে কাঁঠাল গোঁফে দাও তেলরে।'

সর্বাধিক প্যারডি সম্ভবতঃ বৈষ্ণব পদাবলীকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'শাক্তপদাবলী' মূল। অাঁজু গোসাই, নলিনীকান্ত সরকার, অমিয়ভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামপ্রসাদকে অবলম্বন করে প্যারডি রচনা করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মূল 'মধুসূদন'। যদিও তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে জগদ্বন্ধু ভদ্র শুরু করলেও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার'ও উল্লেখ-যোগ্য বিশেষতঃ নামধাতুর প্রয়োগে। যেমন 'মাদুরিত মেজে তার উপরে চেয়ার' অথবা 'উঠন্ত বিপিনে ধন্যবাদিলা চেয়ার'। রবীন্দ্রনাথও এ রচনায় হাত দিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথও নীরব থাকেননি। সুকুমার রায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই মাইকেলী ঢঙ্ মক্‌স করেছেন প্যারডির মাধ্যমে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ 'রবীন্দ্রনাথ' মূল—যাঁর কাব্য ও কবিতা যতো অধিক পঠিত সে সকল কবিতারই প্যারডি সর্বাধিক রচিত হয়েছে। সুতরাং উর্বশী যেমন 'শীতলা' হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের হাতে; তেমনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ও উর্বশীকে আকর্ষণ করেছেন। শরদিন্দুর 'শালী' এবং বনফুলের 'শালা' শুধাংশু শেখর গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, সতীশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বহুল পরিচিত কবিতাগুলির প্যারডি রচনা করেছেন। নলিনীকান্ত সরকার করেছেন গানের প্যারডি এবং গেয়ে আসরও মাৎ করেছেন। কচ ও দেবযানীর কতো প্যারডি যে রচিত হয়েছে তার উল্লেখ করতে গেলে স্থান সংকুলান হবে না। শেষের কবিতার উদ্ধৃতি দিলাম লাবণ্যের বক্তব্য থেকে :

মোর লাগি করিওনা শোক,
আমার রয়েছে স্বামী শিক্ষিত সুন্দর ভদ্রলোক,

অষ্টম পরিচ্ছেদে 'দ্বিজেন্দ্রলাল' মূল। প্যারডিকার কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র-নাথ এবং সজনীকান্ত দাস ও সতীশচন্দ্র; আর হাসির গানকে আরও কৌতুকবহ করেছেন নলিনীকান্ত সরকার।

নবম পরিচ্ছেদে মূল 'রজনীকান্ত' ও দশম পরিচ্ছেদে মূল 'অতুলপ্রসাদ'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্যারডিকার সতীশচন্দ্র ঘটক।

একাদশ পরিচ্ছেদে মূল সত্যেন্দ্রনাথ—যিনি নিজেও একজন দক্ষ প্যারডিকার। নলিনীকান্ত সরকার, পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রাহা, অখিল নিয়োগী, সন্তোষকুমার গোস্বামী অধিকাংশই সত্যেন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশ'কে নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'নজরুল ইসলাম' মূল, সজনীকান্ত দাসের ব্যাঙ্ বিদ্রোহীর প্যারডি উল্লেখযোগ্য :

আমি ব্যাঙ্
লম্বা আমার ঠ্যাঙ্
ভৈরব রভসে বর্ষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ্
আমি ব্যাঙ্　　—ইত্যাদি

নজরুলের কবিতার যতোগুলো প্যারডি রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই সজনীকান্তের রচিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে আমরা পাই ভিন্নতর স্বাদ অর্থাৎ গদ্য প্যারডি। এখানে বঙ্কিমের প্যারডি করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রসরাজ অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলালও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী অংশে শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বহু লেখকের গদ্যাংশ-বিশেষ অথবা কাহিনী অবলম্বনে প্যারডি রচিত হয়েছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে অন্যান্য আরও বহু কবির মূলরচনা অবলম্বনে রচিত প্যারডির উদ্ধৃতি লেখক পরম নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে উল্লেখ করেছেন।

এতোক্ষণে সংক্ষেপে গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা কাব্যের মত এসব প্যারডির রস বিতরণ ক্ষণিকের জন্য, ক্ষণিকের পুলকসঞ্চারজাত, তাই এ গুলোকে ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় ধরে রাখা একান্তভাবেই কঠিন। এ কারণে গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়বস্তু আহরণে ড: লাহাকে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিবেচনা করতে হবে তিনি প্রবাসী বাঙালী। তবুও তাঁর এ-আত্মপ্রয়াস বাংলার কিছু উচ্ছল রসিক মনকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক আধারে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এ কথা সত্য।

কোনও সুন্দর বস্তু পেলে তার কতোটুকু গ্রহণযোগ্য, কতোটুকু বর্জনীয় এ পরিমিতির মাপকাঠি আমাদের অনেকেরই আয়ত্তের বাইরে। সম্ভবতঃ হারিয়ে যাবার ভয়ে ড: লাহা কিছুই হাত ছাড়া করতে চাননি। তবুও মনে হয় আরও একটু সযত্ন সম্মার্জনা আবশ্যক ছিল, তাতে গ্রন্থের কলেবর ছোট হলেও অঙ্গহানি বা রসহানি ঘটতো না।

ড: চিত্তরঞ্জন লাহার লেখনীতে সুন্দর, সংযত ভাষার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে, এ কারণে তথ্যবহুল হলেও গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য।

বাঁধা ও ছাপা ভাল। প্রচ্ছদ রুচি সম্মত। ঐতিহাসিক দলিল রূপে গ্রন্থখানা সযত্ন-লালিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য॥ দীপক বসু। প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্র. লি. ; ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২। পৃ. সংখ্যা ১৫৪। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

গ্রন্থখানার ভূমিকা-অংশ রচনা করেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। তিনি মনে করেন এই শতকের বিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে মনোজ বসুর সমসাময়িক আরও কয়েক জন কৃতী কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। যাঁদের ভেতর অনেকের সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে—যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মনোজ বসু এঁদের চেয়ে কিছু বয়সে বড় এবং তাঁর লেখায় কল্লোলযুগের বিশেষ যুগধর্ম উপস্থিত নয়। তিনি কল্লোলের নাগরিকতা থেকে মুক্ত। এ কারণে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা শৈলজানন্দের সঙ্গে তিনি তারাশঙ্করের মত সমগোত্রীয় নন। তাই বলে তারাশঙ্কর এবং মনোজ বসুও সমধর্মী নন। বরং বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর কিছুটা আত্মিক মিল আছে। দু'জনেই দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন। মনোজ বসু অবশ্য পরবর্তীকালে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে ধনী সমাজের এক জন হয়েছেন কিন্তু দু'জনেই পল্লী-প্রেমিক শুধু নন, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী।

দীপকচন্দ্র এ-গ্রন্থে মনোজ বসুর সাহিত্যকীর্তির একটি সামগ্রিক পরিচিতি এবং মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থখানা বিংশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। স্রষ্টার সঙ্গে প্রতিটি স্তরে তিনি সৃষ্টিকে মেলাতে চেয়েছেন। কোন পটভূমিকায় জীবনের কোন পরিবেশে মনোজ বসু কোন উপন্যাসের কোন চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন অনেক আয়াস স্বীকার করে লেখক সেখানে একটি সমন্বয় বা মিল খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

যেমন পঞ্চম পরিচ্ছেদে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় 'ভুলি নাই' (আগস্ট ১৯৪২), 'সৈনিক', 'বাঁশের কেল্লা' ইত্যাদি গ্রন্থের ভেতর দিয়ে অনেকগুলি সত্যনিষ্ঠ জীবন্ত চরিত্র ও ঐতিহাসিক পরিবেশকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং মনোজ বসু নিজেই তাঁর বক্তব্যে সে বিষয়ে সার্থকতা অর্জনে সক্ষম বলে প্রকাশ করেছেন।

সামন্ততন্ত্রকে লক্ষ্য করে তাঁর রচিত গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা আছে, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন বা নতুন অর্থনৈতিক তন্ত্রের পরিচর্যা নেই।

ধনমঙ্গলের প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি মনোজ বসুর এক নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল। তাঁর পল্লী-প্রীতি তাঁকে নগর বিমুখতা দান করেছে। এ শুধু তাঁর ব্যক্তি জীবনে নয় সমগ্র সাহিত্যে এ তথ্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বিভূতিভূষণের মত তাঁর উপন্যাসে অতিপ্রকৃত ছায়াপাত করেছে। 'আমার ফাঁসি হল' গ্রন্থ এ অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করে। গার্হস্থ্য জীবন এবং শরৎচন্দ্রের মত স্নেহশীলা নারীর প্রতি তাঁর এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। আগষ্ট ১৯৪২ এক বিহঙ্গী, বৃষ্টি বৃষ্টি, প্রেমিক, বকুল, সেতুবন্ধ ইত্যাদি এ মন্তব্যের সমার্থক। মনোজ বসুর সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর উপন্যাস তাঁর প্রৌঢ় জীবনের অবদান 'নিশি কুটুম্ব'। পদস্খলিত মাতাল, চরিত্রহীন গনিকা উদারচেতা রূপে অনেক উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। নায়ক রূপে চোর যে তার চৌর্যবৃত্তিকে সমর্থন করতেও পারছেনা, বিবেককে অশান্ত হতে বাধা দিতে পারছে না তার অন্তরের এই দ্বন্দ্বমুমর রক্তক্ষরণ সত্যি প্রশংসনীয়। মনে হয় এ জাতীয় চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস রচনা এখানেই শুরু এবং আজ পর্যন্তএখানেই শেষ। ১৯৬৬ সালে এ উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্যে আকাদেমি পুরস্কার পান।

সাম্প্রদায়িকতাকে মনোজ বসু মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন। মানবতাবাদী লেখক, সব ধর্মাবলম্বীর ভেতরই মানুষের সত্তা ও আত্মাকে খুঁজে পেয়েছেন। দেশ বিভাগ তাঁর কাছে এক দুঃস্বপ্ন। 'রক্তের বদলে রক্ত' জনতার এ ক্রুদ্ধ কণ্ঠকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি তাঁর ব্যক্তি জীবনে, তাঁর লেখনীতে। উপন্যাস ছাড়াও তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'ছবি আর ছবি'। এ স্মৃতির মূল্যবোধ অতি গভীর। কারণ বর্তমানের অবক্ষয়িত নাগরিক সমাজের সঙ্গে মনোজ বসুর আপোষ সম্ভব পর নয়। লেখক দীপকচন্দ্রের প্রাথমিক প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ যে কোনও লেখকের প্রথম জীবনীকার বা সমালোচক হওয়া কঠিন কাজ। তবে দীপকচন্দ্র ভাগ্যবান, মহৎ হৃদয় মনোজ বসু এযাবৎ জীবিত এবং সূক্ষ্ম স্মৃতিচারণে সক্ষম। আর এ কারণেই গ্রন্থখানা আরও বিশ্লেষণাত্মক হতে পারতো। এখানে সাহিত্যসমালোচনার থেকে সাহিত্যিক জীবন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুয়ের সমন্বয় ঘটেনি। তবুও তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাকে আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করছি এবং আশা করবো তিনি না হলেও তাঁর কোনও অনুজ এ-পথ যাত্রায় অগ্রসর হবেন।

প্রচ্ছদপট পরিচ্ছন্ন। লেখকের ভাষা একান্তভাবেই বাহুল্যবর্জিত প্রাঞ্জল ও মার্জিত। আশা করি তিনি সুধী পাঠকমহলে পরিচিত মনোজ বসুকে নিবিড় পরিচিতি করণে সক্ষম হবেন।

নীলিমা ইব্রাহিম